খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইনস্টাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 17 ● Bardhaman ● 15 February 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে রাজ্যে যারা অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। কোনো রকম প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না।গুজবে কান দেবেন না, গুজব ছড়াবেন না।সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন। সত্যতা যাচাই না করে সোস্যাল মিডিয়ায় কোনো কিছু শেয়ার করবেন না,অনুরোধ।

● নামেই কর্মশ্রী,বাস্তবে কাজের দেখা নেই ! ৫০ দিন তো দূরের কথা,জব কার্ড হোল্ডাররা একদিনও কাজ না পেলেও তাদের অজান্তেই খাতায় কলমে দেখানো হচ্ছে কাজ, অভিযোগ।

● সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের নতুন বই করতে গেলে ৩০০/৪০০ টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ ধনেখালির একাধিক পঞ্চায়েতের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কর্মীর বিরুদ্ধে। বই আপডেট করতে গেলেও ১০ টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ। ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

● ধনেখালি থেকে দশঘরা পর্যন্ত তালি তাপ্পি দিয়েই বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তা সংস্কারের কাজ,অভিযোগ। রাস্তা সংস্কারের কাজ আবার কবে শুরু হবে সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

● মাটির ঘর ভাঙার সময় দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। জামালপুরের মথুরাপুর গ্রামের ঘটনা।

● রাজ্যের বেশির ভাগ স্কুলেই নেই কোনো গ্রুপ ডি কর্মী। জুতো সেলাই থেকে চন্ডী পাঠ,সবই করতে হচ্ছে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে !

● গুড়াপ থেকে দশঘরা অভিমুখে খানপুরের ওপর দিয়ে বেপরোয়া গতিতে প্রতিদিনই ছুটছে বেশ কিছু বাইক। ভিড় রাস্তা দিয়ে রকেট গতিতে বাইক ছুটছে। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।

● প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কখনো অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা করে না। আর ধর্মের নামে যারা দাঙ্গা বাধায় তারা কখনো প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না। কারণ, দাঙ্গাবাজদের কোনো জাত,ধর্ম হয় না।

● ‘‘গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরছে মমতা ব্যানার্জি’র পুলিশ’’, বিস্ফোরক মন্তব্য নওসাদ সিদ্দিকীর।

● বোনের হয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে প্রথম দিনেই ধরা পড়ল কলেজ পড়ুয়া দিদি। হুগলীর চন্ডীতলা গরলগাছা বালিকা বিদ্যালয়ের ঘটনা।

● স্বচ্ছ জলের বোতল নিয়ে হুগলি

(এরপর চারের পাতায়)

ভাঙনে নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে ভিটেমাটি সহ জমি,ফের ভাঙন আতঙ্ক নসরতপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা - ইতিপূর্বে বহুবার ভাগীরথীর ভাঙনের কবলে পড়েছে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভাগীরথীর পারের মানুষজন। নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে একের পর এক গ্রাম। বিঘের পর বিঘে চাষের জমি,আস্ত বাড়ি,ভিটেমাটি সব চলে গেছে ভাগীরথীর করাল গ্রাসে। নিঃস্ব হয়েছে গ্রামবাসীরা। ঘর বাড়ি ছেড়ে প্রাণের ভয়ে রীতিমতো পালাতে হয়েছে গ্রামবাসীদের। নিরাশ্রয় হতে হয়েছে তাদের।

এই শীতের মরসুমে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কিশোরী গঞ্জে ভাগিরথীর পারে নতুন করে আবার শুরু হয়েছে ভাঙন।আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার মানুষজন। নতুন করে আবার ভাঙ্গন শুরু হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে এলাকাবাসীর। ভাঙনের ফলে নদী পারের প্রায় ২০০ মিটার এলাকা জুড়ে লম্বা ফাটল দেখা দিয়েছে। এর ফলে আতঙ্ক বেড়েছে নদী তীরবর্তী

এলাকায়।ভাঙনের ফলে নদী ক্রমশ এগিয়ে আসছে জনবসতিপূর্ণ এলাকার দিকে এমনটাই জানাচ্ছেন এলাকার মানুষজন।গ্রামে যাতায়াতের রাস্তাটিও ভাঙনের কবলে পড়েছে। আগামী বর্ষায় পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে এমনটাই আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকা প্রধানত কৃষিকাজ। ভাগীরথীর পারে বিভিন্ন রকম ফসল চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা।সেই সমস্ত জমিই যদি ভাঙনের ফলে নদীগর্ভে চলে যায় তাহলে কিভাবে দিন কাটাবে তারা,এই ভেবেই রীতিমতো চিন্তিত এলাকাবাসী।

সরস্বতী পুজোয় তত্ত্ব আদান-প্রদানে মাতলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা

নিজস্ব সংবাদদাতা - সরস্বতী পুজোর পরের দিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীরা পালন করলেন বিশেষ এক প্রথা; “তত্ত্ব আদান-প্রদান।” একে অপরের হস্টেলে গিয়ে উপহার, মিষ্টি, ফুল ও চকলেট দিয়ে সৌহার্দ্য বিনিময় করেন তারা। ঢাক, কাঁসর-ঘণ্টার তালে নাচতে নাচতে হাজির হন ছাত্র-ছাত্রীরা, পরনে রঙিন শাড়ি ও পাঞ্জাবি, যেন বসন্তেরই বার্তা বহন করছেন।সাতের দশক থেকে চলে আসা এই রীতির সঠিক উৎস কেউ

জানে না, তবে একে অনেকে মনের মানুষের কাছে যাওয়ার সুযোগ হিসেবেই দেখেন। প্রথা মেনে এই দিনেই হস্টেলের ছাত্রীরা মিলে যান চিত্তরঞ্জন,বিবেকানন্দ,নেতাজি হস্টেলের কোন না কোন পড়ুয়ার সঙ্গে, তৈরি হয় এক অন্যরকম ভালবাসার গল্প ।

ভোট আসে ভোট যায়, ব্রিজের দাবি অধরাই রয়ে যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা - বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের ব্রিজ নির্মাণের আশ্বাস বিধায়কের।স্থানীয়দের দাবি মেনে শনিবার দুপুরে তুলসীহাটায় পরিদর্শনে এলেন চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ ও জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার একরামুল হক। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটপাড়ো ও ভাগবড়োল গ্রাম দুটির সংযোগ স্থল পিপল মণি ক্যানেলে ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে এলাকার মানুষ একাধিকবার

(এরপর দুয়ের পাতায়)

সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত জন্মগত অন্ধ প্রতিবন্ধী ৩ ভাই,মেলেনি আবাস যোজনার ঘর,নির্বিকার প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা - জন্মগত দু'চোখে অন্ধ, ভিক্ষা করে চলে সংসার। বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত একই পরিবারের তিন প্রতিবন্ধী। সরকারি দপ্তরে একাধিকবার আবেদন চোখে দেখতে পান না।গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে চলে তাদের সংসার। এক ভাই ছাড়া আর বাকি দু'জনের কপালে জোটেনি মানবিক ভাতা। তাদের বয়স্ক বাবাও পান না বৃদ্ধ ভাতা।এমনকি

জানিয়েও মিলছে না সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা, অভিযোগ। এমনকি দিদিকে বল হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে কোন কাজ হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। প্রশ্ন, আর কতটা গরিব হলে পাওয়া যাবে সরকারি সুযোগ-সুবিধা? সরকারি আধিকারিকদের বক্তব্য প্রতিবন্ধী ভাতা থেকে শুরু করে আরো অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। রতুয়া ১ ব্লকের সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বান্ধাকুরি গ্রামের বাসিন্দা এসতাব আলী। তার পাঁচ ছেলে।এর মধ্যে তিন ছেলে যথাক্রমে সাদ্দাম হোসেন, জিয়াউল হক ও আনিকুল হক জন্মগতভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধী। তারা আবাস যোজনা প্রকল্পের একটি বাড়িও জোটে নি তাদের কপালে।তাদের আক্ষেপ, সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধার জন্য প্রশাসনিক দপ্তরে চক্কর লাগিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না। এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সদস্য তাদের কথা শোনেন না। আর কতটা গরীব হলে পাওয়া যাবে সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা। যদিও এই প্রসঙ্গে রতুয়া ১ ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পোকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন মানবিক ভাতার জন্য জেলা প্রশাসনকে আলাদা করে চিঠি পাঠাতে হয়, সেটি পাঠিয়ে দেব।আবাস প্রকল্পে নতুন করে নামকরন শুরু হলে তাদের নাম নথিভুক্ত করে দেওয়া হবে।

হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে সময় মেনে চলে না লোকাল ট্রেন,ক্ষুব্ধ যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন - হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে টাইম টেবিল মেনে চলে না লোকাল ট্রেন। ত্রিশ,চল্লিশ এমনকি ষাট মিনিটও লেটে চলে ট্রেন। প্রতিদিন এক অবস্থা। ভারতের লাইফ লাইনের সময়ানুবর্তিতা পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।বাড়ি থেকে ঠিক সময়ে বের হলেও আপনি যে সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাবেন তার নিশ্চয়তা নেই।ডিজিটাল ভারতে আমরা এত পিছিয়ে পড়ছি কেন ? মানুষের সময়ের কি কোনো দাম নেই ? টাইম টেবিল মেনে হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনে কবে চলবে লোকাল ট্রেন ? ভারতের লাইফ লাইনের এই হাল কেন ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

ধনেখালি বাজার থেকে সাহেব হাটতলা পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা।কোনো কোনো জায়গায় পিচের লেশমাত্র নেই।খানাখন্দে ভরা।রাস্তা দিয়ে চলাচল করাই দায়।প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন। নির্বিকার প্রশাসন।

খবর সোজাসুজি
Volume-2 ● Issue- 17 ● 15 February, 2025

ডিজে সংস্কৃতি

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ।অনুষ্ঠান লেগেই আছে।আর এখন পুজো পার্বণ সহ যেকোনো অনুষ্ঠানে ডিজে/মাইক চাই-ই।তা না হলে অনুষ্ঠান জমবে না। ডিজে বক্সের সঙ্গে ৮০/১০০ টা মাইক না হলে হবেই না! এ এক নতুন সংস্কৃতির আমদানি হয়েছে বাংলায়। এখন হলেও ডিজে, মরলেও ডিজে।বাপ মা মরে গেলেও এখন অনেকে ডিজে বাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে,ভাবা যায় ! শব্দ দানবের তান্ডবে আপনি অতিষ্ঠ হলেও তাদের কোনো যায় আসে না। সরস্বতী পুজোই হোক আর কালীপুজোই হোক,ডিজে চাই-ই।গানের নেই কোনো মাথা মুন্ডু। শুধুই বিকট শব্দ আর মাঝে মধ্যে অশ্লীল ভাষায় রেকর্ডেড ডায়লগ। প্রতিবাদের কোনো জায়গা নেই।ডিজের অত্যাচারে অতিষ্ট সাধারণ মানুষ। ডিজের বিরুদ্ধেপ্রতিবাদ করলেই টার্গেট।কোথাও কোথাও ডিজে বন্ধ করতে গিয়ে আক্রমণের মুখে পড়ছে পুলিশও।প্রথম থেকে লাগাম ছেড়ে দেওয়ার ফলে আজকে এই অবস্থা। সবই ভোটের রাজনীতি।রাজনৈতিক নেতাদের মদতেই চলছে এই বেলেল্লাপনা। পুলিশ প্রশাসনও হাত গুটিয়ে বসে আছে। শব্দ দূষণ রোধে ডিজে বন্ধে নেই কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ।সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে শব্দ দূষণ রোধে পুলিশ প্রশাসন যদি কড়া হাতে ডিজে বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে আগামীতে ঘরে ঘরে জন্ম নেবে বিকলাঙ্গ শিশু,তৈরি হবে বধির সমাজ।

ছোটরা ভালো নেই

পার্থ পাল

সেদিন একটি অসরকারি স্কুলে বাচ্চাদের দৌড় প্রতিযোগিতা চলেছে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অভিভাবকদের সংখ্যা বেশি। রকমারি পোষাকে, রোদপিঠ করে, উৎসবের মেজাজে আনন্দ করছেন সকলে। তাপসবাবুও ওখানে গেছেন বিশেষ আমন্ত্রণে- ক্যুইজ প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে। সে কাজের দেরি থাকায় তিনি খেলা দেখায় মন দিলেন। মাঠে চুনের দাগ টানা ট্যাকের দুপাশে মূলত ভিড় করেছেন মায়েরা। একদল শিশু ছুটছে পঞ্চাশ মিটার দৌড়। খেলাটি শেষ হতেই তিনি দেখলেন, এক খুদে প্রতিযোগীকে হিড়হিড় করে টেনে আনলেন তার মা। তারপর শুরু হল চাপা গলায় তর্জন - '' তুমি কি খাওয়া ছাড়া আর কিছুই পারো না! দৌড়ে সবার শেষে, পড়াতেও তাই। আর সারাক্ষণ 'খেলনা দাও' 'মোবাইল দাও' বলে বায়না। তোমার তো লজ্জা বলে কিছু নেই। এদিকে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।'' কাঁচুমাঁচু হয়ে বাচ্চাটি তখন সত্যিই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।

খেলার শেষ ভাগে ছিল ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। তাপসবাবু দেখলেন সেখানেও ছেলেটির নাম দিয়েছে। সঙ্গীত বা মিউজিক বিভাগের আপাত কঠিন প্রশ্নগুলির সে ভারী সুন্দর উত্তর দিলো। শুধু তাই নয়, উত্তরগুলির ব্যাখ্যাও করল নিখুঁতভাবে। পজিশন না পেলেও প্রতিযোগিতার শেষে তাপসবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, '' তোমার বুঝি মিউজিক খুব ভালো লাগে? '' প্রশ্ন শুনেই শিশুটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে সে বলল, '' হ্যাঁ, আমি মিউজিক

ভালোবাসি। মাউথ অরগ্যান। পাড়ার একজন জেঠু আমাকে শেখান। ওটা বাজাতে শুরু করলে মনে হয় সারাক্ষণ বাজাই। কিন্তু, মা বকে। বলে, আর শিখতে পাঠাবে না। ''

এমনই আরও কয়েকটি ছেলেমেয়েকে দেখে, তাদের সমস্যার কথা শুনে ব্যথিত হলেন তাপসবাবু। বুঝলেন, বাহ্যিক জৌলুসের আড়ালে সত্যিই ছোটরা ভালো নেই। বর্তমানে প্রত্যেক অভিভাবকেরই একটি দুটি করে সন্তান। সকলেই চান তাঁর সন্তান সফল হোক। এবং সেখানে 'মানুষ হওয়া'-র থেকেও গুরুত্ব পায় 'সফল হওয়া'। আর তা হওয়াতে গিয়ে অভিভাবকরা চেষ্টা ত্রুটি রাখছেন না। স্কুলের পড়াশোনার বাইরেও বাচ্চাদের শিখতে হচ্ছে নাচ, গান, আবৃত্তি, যোগব্যায়াম, আঁকা, ক্যারাটে, অ্যাবাকাস, ক্রিকেট...। শুধু তাই নয়, এই সবক্ষেত্রেই তাকে হতে হবে সবার সেরা। সেকেন্ড হলেই মাথা কাটা যাবে বাবা মার! এই ভীষণ প্রত্যাশা আর তা পূরণ করতে না পারার হতাশা থেকেই অধিকাংশ শিশু আত্মকেন্দ্রিক ও সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কাজে হতাশা অনেক সময় মাত্রাছাড়া ভোজনের দিকে ঠেলে দেয়। তাই তখন ফার্স্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড খাওয়ার অভ্যাস নেশার পর্যায়ে চলে যায়। অতিরিক্ত এসব খাওয়া বাচ্চাদের কর্মবিমুখ ও মেদ বহন করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে পড়তে থাকে সোনামনিরা।

এখন অনু পরিবারের যুগ। 'সময় নেই' অজুহাতে বড়রা প্রতিবেশীর সঙ্গেও প্রাণের কথা বলেন না। তাছাড়া পেশার তাগিদে এখন অনেকক্ষেত্রেই বাবা-মা দুজনকেই বাইরে জগতে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে শিশুরা মানসিকভাবে একা হতে থাকে। সে যখন তাদের মনোযোগ, আদর চায় তখন তার পরিবর্তে হাতে পেয়ে যায় বর্তমান যুগের 'আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ' - মোবাইল ফোন। এতে দুটি তাৎক্ষণিক লাভ দেখেন অভিভাবকরা। প্রথমত, সন্তান মগ্ন হয়ে থাকল কার্টুনে; আর, তারাও নিরন্তর ঘ্যানঘ্যানানি থেকে মুক্তি পেয়ে সময় কাটাতে পারলেন নিজেদের মতো। কিন্তু বড় ক্ষতি হতে থাকল অন্যত্র। শিশুর মধ্যে তৈরি হলো ফোন-ম্যানিয়া। অন্য সব খেলনাকে দূরে ঠেলে সে তখন কেবল ফোন চায়। ফোন না দেখালে খাবে না, ঘুমোবে না, এমন কি পায়খানাও করবে না! এমন ফাঁদে পড়ে অনন্যোপায় হয়ে বাবামায়েরা চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞের কাছে ছোটেন। তাঁরা পরামর্শ দেন সামাজিক হতে। খোলা মাঠে খেলতে হবে, সবার সঙ্গে মিশতে হবে, টিফিন ভাগ করে খেতে হবে এবং হাঁদা,ভোঁদা, বাঁটুলদের ভিডিও না দেখে সরাসরি পড়তে হবে বই থেকে। তবেই স্থির হবে মন। যা 'মানুষ হওয়া'-র প্রাথমিক শর্ত।

এবং এজন্য পথ দেখাতে হবে অভিভাবকদেরই। আমি মোবাইল ঘাঁটবো, আর আমার বাচ্চাটি একমনে বই পড়বে, এ প্রত্যাশাপূরণ অসম্ভব। ওরা দেখে শেখে। বাবা-মা ওদের কাছে 'সব-ব পারে'। বাবা-মাকে সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে হবে। পরিবারের পরিবেশ সুস্থ থাকলে, বাবা-মা বইমুখী হলে, সন্তানের সঙ্গে খেলায় মাতলে, সঙ্গ দিলে, আশপাশের সুন্দর পরিবেশে বেড়াতে নিয়ে গেলে ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই বাবা-মায়ের মনের মত হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একটি বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তিনি বলেছেন, '' যদি আপনি একটি মাছকে তার গাছে ওঠার ক্ষমতা দিয়ে বিচার করেন, তবে সে সারা জীবন এই বিশ্বাসে কাটাবে যে, সে বোকা। ''

সেদিনের ক্যুইজ প্রতিযোগিতার পর বাচ্চাটির মা দেখা করলেন তাপস বাবুর সাথে। '' স্যার আর কী করলে ছেলেটা আমার মানুষের মত মানুষ হতে পারে, বলতে পারেন? '' তাপসবাবু তাঁকে আইনস্টাইনের বাণীটি মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, '' আপনার ছেলেটি ভালো নেই। ওকে বুঝুন। ভালো রাখুন। যেটাতে ওর প্যাশন, সেটা করান। দেখবেন, বাকি সমস্যাগুলো সব ঠিক হয়ে গেছে। ''

(প্রথম পাতার পর)

ভোট আসে ভোট যায়, ব্রিজের দাবি অধরাই রয়ে যায়

আন্দোলন করেছেন। ক্যানেলে ব্রিজ না থাকায় বর্ষায় চরম সমস্যায় পড়েন তুলসীহাটা অঞ্চলের প্রায় ১০ টি গ্রামের মানুষ। বর্ষায় বাঁশ বেঁধে তার উপর দিয়ে যাতায়াত করেন মানুষ। কেউ আবার কলার ভেলা বানিয়ে ক্যানেল পার হন। এতে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। বর্ষায় তিন মাস ছোট বড় গাড়িচলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকে। এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স ও দমকল গাড়ি ঢুকতে পারে না। ছাত্রছাত্রীরাও চরম সমস্যায় পড়ে।স্থানীয় বাসিন্দা বাসারত আলি বলেন, ক্যানেলে ব্রিজের দাবি দীর্ঘদিনের। এলাকার নেতা মন্ত্রীকে একাধিকবার জানিয়েছি। ভোটের সময় শুধু আশ্বাস দেন। কোনও কাজ হয়নি। বিধায়ক নীহাররঞ্জনকে জানানোর পর তিনি এদিন পরিদর্শনে আসেন। শীঘ্রই ব্রিজ নির্মাণের আশ্বাস দেন বিধায়ক। বলেন, জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শন করলাম। জেলায় জানানো হবে। শীঘ্রই ব্রিজের কাজ শুরু হবে। জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার একরামুল হক বলেন, মাপজোখ করা হল। প্রায় ২০ ফুট লম্বা ব্রিজের প্রয়োজন। জেলায় প্রস্তাব পাঠাব। এস্টিমেট ধরা হবে।

রোজই পুজো

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

খুঁড়ো বলেন,পুজো...পুজো..
পুজো এবার শেষ,
শুনে দাদু বললেন,তুই
মানুষ তো ন'স মেষ।
মেষ মানে যে ভেড়া, হ্যাঁ রে,
তুই কি সেটা জানিস ?
জানলে কি আর কার্তিক কে
শেষের পুজো মানিস ?
পুজোর কোনো শেষ নেই রে,
পুজো রোজের র‍্যাপার,
পুজো গায়ে জড়ায়,যেমন
শীতের দিনে রাপার,
সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাতে
সবার পুজো চলে,
মা লক্ষ্মী রাগ করবেন,
পুজো শেষ কি বলে ?
আমরা সবাই দাদুর কথায়
ঘাবড়িয়ে যাই খুব,
জানি,কালীপুজোর পরেই
পুজোরা দেয় ডুব।
আবার তো সেই আশ্বিন মাস,
সে নয় তো সম্প্রতি,
আসলে ওই পুজোদাদুর
ধরেছে ভীমরতি।
দাদু বলেন,কি রে,আমি
কোন্ পুজোটা ভেবে -
বলেছি,তো বল রে, সেটা,
কে তার জবাব দেবে ?
আরে...আরে,লেখাপড়া -
জানা বোকার দল,
পেট - পুজো রে,রোজই পুজো,
ঠিক কি না তা বল্।

রক্তস্নাত স্মৃতিময় ২১ ফেব্রুয়ারি

এম ওয়াহেদুর রহমান

বাঙালি জাতির মাতৃদুগ্ধ সম বাংলা ভাষা আজ কেবলমাত্র বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সহ বাংলাভাষী অঞ্চলের ভাষা নয়, বরং এটি বিশ্বের দরবারে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টিকারী পরিচিত ভাষা। এ ভাষার তরে কতই না রক্তে রঞ্জিত হয়েছে মাঠ - ঘাট। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে পাবার তরে বুক পেতে গুলি খেয়েছেন সালাম, রফিক, বরকত সহ আরো অনেক নাম না জানা ভাষা শহীদ । ইতিহাস - ঐতিহ্যমন্ডিত বাংলা ভাষা একটি সমৃদ্ধ ভাষা।এই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে রয়েছে আত্মত্যাগ , নিরলস সংগ্রাম এবং হার না মানা মনোভাব।বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম , জীবনানান্দ দাসের মতো লেখক সৃষ্টি হয়েছে এই ভাষাতেই। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় ' আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ' যা আবার ' ভাষা আন্দোলন ' কিংবা ' শহীদ দিবস ' হিসেবেও ইতিহাসের পাতায় পরিগণিত।তবে ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের রজতজয়ন্তী উদযাপন হবে। অর্থাৎ এ বছরেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ৭৫ বছর পূর্ণতা লাভ করলো।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতৃর্ক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী পালন করা হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।এই দিনটি বাঙালির ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত।১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলা ভাষাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকায় আন্দোলনরত বাঙালি ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি বর্ষণে অনেক তরুণ ছাত্র শহীদ হন। ছাত্র যুবদের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছে রাজপথ। বাংলা ভাষাকে সমুন্নত রাখার জন্য অকালে জীবন দিয়েছিলেন বরকত, রফিক, জব্বার, সফিক, সালাম প্রমুখ। বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম - অন্বেষায় যে ভাষা চেতনার উন্মেষ ঘটে তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর - ডিসেম্বরে ভাষা বিক্ষোভ শুরু হয়।১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটে। ঐ দিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে। এতে সালাম, বরকত, জাব্বার সহ আরো অনেকেই নিহত হন। ফলে এই ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হন। নানান নির্যাতন সত্ত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরা প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন রাজপথে নেমে আসেন। তাঁরা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতের মধ্যে গড়ে তোলেন একটি স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ভাষা শহীদ ও সাধারণ মানুষের অনমনীয় দৃঢ়তা আর আত্মত্যাগের ফলেই বাংলা ভাষা লাভ করে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা।

তবে দুঃখজনক বিষয় যে ২১ ফেব্রুয়ারি এলেই আমাদের ভাষা চেতনা জাগ্রত হয়। সেই দিন বেজে উঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' কিংবা আমরা শুনতে পাই 'একুশে ফেব্রুয়ারি তোমায় স্মরণ করি/ মৃত্যুর শীষে যারা দিয়ে গেল, প্রাণ ফসলের দান/ তুমি ইতিহাস বহো তারি।' বাকি সময় উদাসীনতা আর অবহেলার। সময়ের অভিঘাতে প্রযুক্তি নির্ভর যুগে নতুন প্রজন্ম বাংলা ভাষার প্রতি চরম উদাসীন। তবে অন্য ভাষা শেখায় কোনো দোষ নেই। মাতৃভাষা ভালো করে না জানলে কোনো ভাষাই দক্ষতা অর্জন করা যায় না। কেবলমাত্র এই দিনটিতেই ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেই হবে না। সাথে সাথে আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ২১ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ রক্তাক্ত আন্দোলন - সংগ্রামের ফসল, বাঙালি জাতির দামাল ছেলেরা অকাতরে জীবন বিলিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজের কথা বলার অধিকার।

ধনেখালি তাঁতের অতীত ও বর্তমান

বিজন দাস

হস্তচালিত তাঁত শিল্পের মানচিত্রে ধনেখালি শাড়ির ভারত জোড়া নাম। ধনেখালি শাড়ি কবে থেকে বোনা শুরু হয় তা সঠিক জানা না গেলেও এইটুকু জানা যায় যে বাংলার ১৩৪০/৪৫ সালের অনেক আগে থেকে ধনেখালিতে শুশি ও শ্রীশঙ্কর নামে এক ধরনের তসর সিল্কের চাদর বোনা হত। তসর গুটি কলকাতা থেকে কিনে এনে, তার থেকে সুতো বের করে তাতে নীল রঙ করে ওই চাদর বোনা হত। জানা যায় এই চাদর এত মিহি ছিল তা ঢাকাই মসলিনের সমতুল্য ছিল।

তারপর অম্বর চরকায় হাতে কাটা সুতোর সঙ্গে বিদেশ থেকে আনা মিলের সুতোর ধুতি শাড়ি বোনা শুরু হয়। শাড়ি বলতে লাল কালো বেগুনি রঙের চার পাঁচ ইঞ্চি পাড়ওলা সাদা মেঝের শাড়ি। এর পর সাদা জমিতে ডুরে চেক ও রঙিন শাড়ি বোনা শুরু হয় তা প্রথম শুরু করেন গুড়াপ নিবাসী বিজন নন্দী।পরে মাঠা শাড়ির উপর কোনো রকম যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে পায়ে ঝাঁপ টিপে নক্সা তৈরী করেছিলেন সোমসপুর নিবাসী বিখ্যাত নাট্যকার ও প্রযোজক প্রয়াত গৌড় চন্দ্র ভড় যিনি একজন সুনিপুণ তাঁত শিল্পীও ছিলেন।এই তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি সোমসপুরের (ধনেখালি) সংস্কৃতিক সংগঠন দীপন গোষ্ঠীর মুখপাত্র 'অঙ্গীকার' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত শৈলেন্দ্রনাথ কুন্ডুর লেখা ধনেখালির তাঁত শিল্প ও তার ইতিহাস প্রবন্ধ থেকে।এই তিন তথ্য পাবার পর আরো অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, ধনেখালি থেকে আট কিলোমিটার দূরে মহিষগড়িয়া গ্রামে ১৯১৫ সালের আগে অবিনাশ দাস ও ননীভূষণ দে নামে দুজন ব্যক্তি কোনো যন্ত্র ছাড়াই দড়ির সাহায্যে ঝাঁপ টিপে নক্সা তৈরী করেছিলেন। তারপর এই গ্রামের কৃষ্ণ চন্দ্র দাস,গোপাল চন্দ্র দাস এই কাজে সফল হন। এর কিছুদিন পর ননীভূষণ দে ও গোলক চন্দ্র লক্ষন নিজেরাই কাঠের কল তৈরি করে শাড়ির পাড়ে নক্সা বুনতে শুরু করেন। তার অনেক আগে থেকেই মাঠা শাড়ি ও ধুতি বোনা শুরু হয়। বিভিন্ন অনুসন্ধানে জানা গেছে দুশো বছরের অধিক এই অঞ্চলে তাঁত বোনার উজ্জ্বল অস্তিত্ব প্রমাণিত। ১৯০০ সালের আগে পঞ্চানন দে,যোগীন্দ্রনাথ দে, রামপরান দে,১৯০০ সালের পরে কালিদাস দাস, আশুতোষ আওন প্রমুখ ব্যক্তিরা তাঁত বুনতেন তবে এরা সবাই মহিষগড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।এছাড়া গুড়াপ,আলা,শ্রীমানপুর গ্রামে তাঁত বোনার প্রচলন ছিল।স্থানীয় কিছু মহাজন কলকাতা থেকে সুতো এনে এই সব তাঁত শিল্পীদের দিয়ে মজুরির বিনিময়ে চাহিদা মতো ধুতি শাড়ি বুনিয়ে কলকাতায় বিক্রি করতেন।তারপর নক্সার জন্য এল 'কাঠের কল' নামে কাঠের তৈরি এক যন্ত্র,ছোট ছোট লতা পাতা,তারা,দাঁত ইত্যাদি নক্সা করা যেত শাড়ীর পাড়ে।এরপর ডবি নামে এক কাঠের যন্ত্রের সাহায্যে আরো বড় বড় আরও সুন্দর নক্সা তৈরি হতে লাগল।হুগলি জেলার রাজবলহাট নিবাসী যুবরাজ মন্ডল নামে এক ব্যক্তি এই ডবিনস্কা তৈরি করেন।এরপর হস্ত চালিত তাঁত শিল্পে শুধু ধনেখালি নয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মোকামে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে এক বিপ্লব এসে যায়।

বেনারস থেকে কাঠের জ্যাকার্ড মেশিন, পরে লোহার তৈরি জ্যাকার্ড মেশিনের সাহায্যে আরো বড় আরো স্পষ্ট আকর্ষনীয় নানা বৈচিত্র্যের নক্সা শাড়ির পাড়ে ও শাড়ির জমিতে আঁচলে বোনা হতে লাগল।বুটি নক্সা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে শাড়ির দিন বদলের সাথে সাথে বৈচিত্র্যপূর্ণ শাড়ি-ধুতির জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। বিপননের সুবিধার জন্য সিনেমা,যাত্রার নামে শাড়ির নানা রকমের নাম দেওয়া শুরু হল।যেমন আগে গঙ্গা যমুনা, আনারকলি, নতুনজীবন, যুক্তফ্রন্ট ও পরে জন্মভূমি, দেবদাস,তাথৈ বাহা,রঙ দে বাসন্তী প্রভৃতি শাড়ির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে।৬০-৭০ দশকে তাঁতের শাড়ির বাজার ভালো থাকায় তাঁতি সম্প্রদায় ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের বহু মানুষ তাঁত বুনতে শুরু করেন।তারপর উড়িষ্যা রাজ্যের কটক জেলার মনিয়াবন্ধ ও তার আশপাশের অঞ্চল থেকে কটকি সুতো আসতে শুরু করে।নানা ডিজাইন করা সুতো কাপড়ের পাড়ে জমিনে আঁচলে চেকডুরে বোনার কাজে ব্যবহার হতে থাকে। কটকি শাড়িও খুব

জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে।

১৯৫৫/৬০ সাল নাগাদ আসাম রাজ্যের সোয়াল কুঁচি এলাকা থেকে মুগা আমদানি করে শাড়ির পাড়ে জমিনে আঁচলে ব্যবহার শুরু

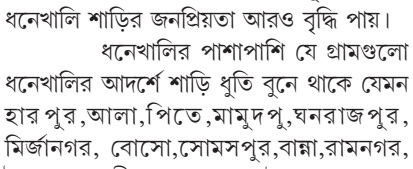

হয়। পরে মুগার দাম বেড়ে যাওয়ায় চিন,কোরিয়া থেকে তসর সুতো আমদানি করে ব্যবহার শুরু হয়।আবার শাড়িতে আসল রেশমের সঙ্গে নকল রেশম জরি রোলেক্স ব্যবহার হতে থাকে।

প্রথম থেকেই ধনেখালি শাড়ির আঁচলে খেজুর ছড়ি ও ধানশীষ ব্যবহার করা হত,যা শিল্পীদের তৈরি সুতো বা রেশমে হত।এটাকে ধনেখালি শাড়ি চেনার উপায় ভাবা হত।এখন অন্যান্য মোকামের শাড়িতে খেজুর ছড়ি বা ধানশীষ ব্যবহার করে তা ধনেখালি শাড়ি বলে বিক্রি হয়।ধনেখালির ধুতি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৈচিত্র্যেপূর্ণ হয়ে উঠছে।এখন সুন্দর নক্সা পাড়, সাধারণ গা চুড়ি দেওয়া ধুতি, চাঁদ মালা গা চুড়ি দেওয়া ধুতি,জমিদারি ধাক্কা দেওয়া ধুতি - কোড়া ও ধোলাই করে ব্যবহার করা হয়। এখন এই ধরনের ধুতি বিয়েতে,পুজোয় ও নানা উৎসবে সমাদরের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলি,ধনেখালি ছাড়াও পাশাপশি ২০/৩০ খানা গ্রামের শিল্পীরা ধনেখালির আদর্শে শাড়ি ও ধুতি বুনে থাকেন। ধনেখালির বেশিষ্ট্য হল ঠাস বুনন মেঝে, হাতে বহরে সমান, পাকারঙ।পাকারঙ প্রসঙ্গে বলি, সুতো রঙ করার একটি কারখানা ছিল আলা গ্রামে। দু'জন মুসলমান রঙকর সুতো রঙ করতেন।পরে ঘনরাজপুরের রাধা গোবিন্দ দে রঙ বিষয়ে পড়াশোনা করে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে একটি রঙের কারখানা তৈরি করেন ১৯৫৫ সাল নাগাদ।তার রঙ করা সুতো আরো উজ্জ্বল আরো পাকা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়ায় ধনেখালি শাড়ির জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়।

ধনেখালির পাশাপাশি যে গ্রামগুলো ধনেখালির আদর্শে শাড়ি ধুতি বুনে থাকে যেমন হারপুর,আলা,পিতে,মামুদপু,ঘনরাজপুর, মির্জানগর, বোসো,সোমসপুর,বান্না,রামনগর, ইছাপুর,গোপীনগর,রাধানগর,কৈকালা,বাশলা, শ্রীরামপুর,সরমপাড়া,সাহাবাজার,মহিষগড়িয়া, বিদ্যাবতীপুর,গুড়েঘর,বিষ্ণুবাটি, মথুরাপুর, শ্রীমানপুর,মৌল, ভৈরবপুর, শুঁড়েকালনা, বত্রিশ বিঘা,সারানপুর, খানপুর,বালিডাঙা,ইটলে, সাহাপুর,গুড়াপ ছাড়াও অনেক গ্রামে ধনেখালি তাঁতের শাড়ি তৈরি হয়।

১৯৪৪ সাল থেকে ধনেখালি অঞ্চলে শিল্প ও শিল্পী রক্ষার্থে অনেক গুলি তাঁত সমিতি গড়ে ওঠে।তবে ধনেখালি, সোমসপুর ছাড়া আর কোনো সমিতি সুষ্ঠ ভারে পরিচালিত হয়না। কাজেই ৯০ শতাংশ তাঁত মহাজনের হাতে রয়ে গেল।তাঁতের কাঁচামাল যা কিছু যেমন সুতো রেশম জরি মুগা কোনোটাই পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়না,অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। দিনে দিনে সেই কাঁচামালের দাম বাড়তে লাগল,কাপড়ের দামও বাড়তে লাগল কিন্তু শিল্পীর মজুরি বাড়ল না। মহাজন তার লাভ ঠিক রেখে দিল,শিল্পী ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল। তাছাড়া তাঁতের সরঞ্জাম যেমন তাঁত,মাকু মেড়া,সানা, চরকা,নলিকাঠি, ছোট বড় চরকি ইত্যাদির দামও বাড়তে লাগল। তাঁত শিল্পীদের দুর্ভাগ্য যে তাঁত সরঞ্জামের শিল্পীরা তাদের তৈরি জিনিসের দাম তারাই ঠিক করবে, কিন্তু তাঁত শিল্পীদের তৈরি শাড়ির দাম ঠিক করার অধিকার তাদের নাই,তা ঠিক করবে মহাজন।

এ ছাড়াও ক্রেতাদের মানসিকতার বদল হতে লাগল। বাজারের মিল থেকে আসা সিনথেটিক শাড়ির বিপুল সম্ভার হাজির হতে লাগল। তা দেখতে সুন্দর, দারুন ডিজাইন,হালকা, দামেও যথেষ্ঠ কম। কাজেই ক্রেতাদের তা আকর্ষণ করতে নাগল।ধনেখালির তাঁতের শাড়ি যথেষ্ট ভারি। দামেও অনেক বেশি হতে লাগল ক্রেতাদের কাছে। কাজেই ধনেখালির শাড়ির বাজার মন্দা হতে লাগল। তার উপর মেয়েরা এখন বেশির ভাগই চুড়িদার পরেন, বাড়িতে নাইটি পরেন।কাজেই তাঁতিদের দুর্গতি ক্রমশই বাড়তে লাগল।

অল্প মজুরিতে কাপড় বুনতে বুনতে নুন আনতে পান্তা ফুরোনো শিল্পীর সংখ্যা বেড়ে চলল। একটু শিক্ষিত তরুনেরা আর তাঁত বুনতে চাইল না।অন্য কাজে চলে যেতে লাগল।বয়স্ক ও অল্প শিক্ষিত তরুনদের তাঁত ছাড়া আর উপায় রইল না। প্রসঙ্গক্রমে বলি, একজন তাঁত শিল্পী মাসে চার থেকে পাঁচ হাজারের বেশি রোজগার করতে পারে না। এই রোজগারের পিছনে একজন মহিলার সর্বক্ষণের পরিশ্রম যুক্ত থাকে। কাজেই এই রোজগারটি দুই থেকে আড়াই জনের রোজগার।

ছোটবেলা থেকে দেখছি একটি ছেলে ১৩/১৪ বছর বয়েসে পায়ে টেপার ঝাঁপটি নাগাল পেলেই তাকে লেখা পড়া ছাড়িয়ে দিয়ে তাঁত শেখাতে শুরু করে।১৫/১৬ বয়সে বাবা বিয়ে দিয়ে দিত ছেলেটির।কারণ ছেলেটি তাঁত বুনবে আর বৌটি তাঁতের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে।এই মুহূর্তে ধনেখালির শিল্পী এতটাই কমে গেছে যে, যেটুকু চাহিদা আছে তা রাজবলহাট ও বেগমপুরের শাড়ি ধনেখালি বলে চালাচ্ছেন ধনেখালির মহাজনেরা।

অন্য মোকাম বলতে, যেমন শান্তিপুর হস্তচালিত তাঁতের একটি বৃহৎ মোকাম।তাদেরও একই সমস্যা ছিল। তাদের শাড়িতে সময়োপযোগী ও ক্রেতার ভালো লাগানোর জন্য সেখানকার শিল্পী সমিতি ও মহাজনেরা নানা রকম পরীক্ষা করে বাজারে চাহিদার একটা জায়গা তৈরি করতে পেরেছেন,ধনেখালি ততখানি পারেনি।সরকার হস্তচালিত তাঁত শিল্প ও শিল্পীদের জন্য অনেক কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কিছু হয়নি তা নয়।তবে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প,যেটুকু হচ্ছে তাও সঠিক নয়।তার একটা উদাহরণ ২০১৪/১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের হস্ত চালিত তাঁত শিল্পীদের প্রায় প্রত্যেক শিল্পীদের তাঁত ও তাঁতের সরঞ্জাম দিয়েছেন,ধনেখালির শিল্পীরাও তা পেয়েছেন। কিন্তু এক একটা মোকামের সিস্টেম এক এক রকম। শান্তিপুরের তোলা তাঁত আর ধনেখালির গর্ত করে তাঁত পাঁতার সিস্টেম - দুটোর অনেক তফাৎ। কিন্তু শান্তিপুরের মত তাঁত ধনেখালির শিল্পীদের অনেকেই পেয়েছেন।ধনেখালির শিল্পীদের সে তাঁত কোনো কাজে লাগবে না।তাছাড়াও সেই তাঁতের মানও ভালো নয়।নিম্ন মানের কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে।তাঁতি সমাজে প্রবাদের মত একটি কথা চালু আছে - ভালো তাঁত তেরি হয় নির্বংশ কাঠে। তার অর্থ আগে দালান বাড়ির কড়িকাঠ যা মোটা মোটা শাল কাঠ দিয়ে তৈরি হত,দীর্ঘদিন ধরে অতি শুকনো হয়ে যেতো, সেই কাঠ দিয়ে তাঁত তৈরি হত। তবে সেই তাঁত দিয়ে উপযুক্ত শাড়ি বোনা যেত। তবে সেই বাড়ি ভাঙা না পড়লে তো সেই কড়িকাঠ পাওয়া যেতো না।সেই দালান বাড়ি ভাঙা-পড়ার প্রধান কারণ সেই বংশ শেষ হওয়া। তাই তাকে নির্বংশ কাঠ বলা হত। নিম্নমানের কাঠ ব্যবহার করলে উপযুক্ত তাঁত তৈরি হয় না। কাজেই সরকারের বিপুল খরচ হলেও শিল্পীদের এই তাঁত সরঞ্জাম কোনো কাজে লাগল না।এখন ধনেখালির শাড়ির বাজারের যা অবস্থা তা শীঘ্রই অতীতের ঢাকাই মসলিনের মত হবে। ভবিষ্যতের মানুষ বলবে, ধনেখালির শাড়ি বলে এক ধরনের শাড়ি হত।আমি নিজেও একজন তাঁত শিল্পী। তাই এই যন্ত্রণার শরিক আমিও।এবং আমি একজন ছড়া লেখক।তাঁত শিল্পীদের জীবন যন্ত্রণা ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

তাঁতি তাঁত বুনতে মন
তাঁতি কেষ্ট কথা শোন।
তাঁতির থালায় মহাজন
তাঁতি ঠকঠকিয়ে বোন।
তাঁতি তাঁত বুনতে মন
তাঁতি কেষ্ট কথা শোন।
মহাজন ভাতে মারে
গিন্নি মারে আঁতে
(এই)হাড্ডি ভাঙা খেটেও তাঁতির
ডাল পড়ে না ভাতে।
তাঁতি তাঁত বুনতে মন
তাঁতি কেষ্ট কথা শোন।
তাঁতি বাড়ি ব্যাঙের বাসা
মহাজনের ছা
খায় দায় পায় ফোলে
নাই রে না না না।
তাঁতি তাঁত বুনতে মন
তাঁতি কেষ্ট কথা শোন।
তাঁতি বউয়ের ছেঁড়া শাড়ি
তাঁতি পরে ট্যানা
(এই)মহাজনের ব্যাঙ ফোলা ছা
তপ্ত দুধের ফ্যানা।
তাঁতি তাঁত বুনতে মন
তাঁতি কেষ্ট কথা শোন।
তাঁতি তাঁত বুনতে মন
তাঁতি কেষ্ট কথা শোন।

স্কুলের মধ্যেই শিক্ষিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত প্রধান শিক্ষক ! শাস্তির দাবিতে পঞ্চায়েতের দ্বারস্ত গ্রামবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা - স্কুলের মধ্যেই সহ-শিক্ষিকার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শিক্ষিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে কুকীর্তির নজির গড়লেন প্রধান শিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছে ৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত সাতগাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ার পর থেকেই ওই প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকা আর স্কুলে আসছেন না। এ ব্যাপারে বুধবার গ্রামবাসীরা প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকার শাস্তি চেয়ে গণস্বাক্ষর সম্বলিত একটি অভিযোগ পত্র স্থানীয় সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে দিয়েছেন। পঞ্চায়েত প্রধান হরেকৃষ্ণ মন্ডল অভিযোগ পত্র পাওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন,এই ব্যাপারটি আমি কালনা মহকুমা শাসক,কালনা দু'নম্বর ব্লকের বিডিও ও এস আই সাহেবের নজরে আনবো। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক পুলক মন্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে উনি জানান, ''আমি এখন মেডিকেল লিভে আছি। তাই আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। কারণ অফিসিয়াল ভাবে আমাকে কিছু জানানো হয়নি।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুলকবাবুর এই কুকীর্তি প্রথম নয়। বামফ্রন্ট আমলে কালনা ১ নম্বর ব্লকের বৃদ্ধপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই ঘটনা তিনি ঘটিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। এক সহ-শিক্ষিকার সঙ্গে স্কুলের মধ্যেই শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা জেনে যান এলাকার মানুষ। স্কুলের মধ্যেই ব্যাপক মারধর করে পুলক বাবুকে আটকে রাখেন গ্রামবাসীরা।কালনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলক বাবুকে উদ্ধার করে। পরে পুলকবাবু ও সহ শিক্ষিকাকে পৃথকভাবে অন্যত্র বদলি করা হয়। পুলক বাবুকে পাঠানো হয় শ্রীরামপুর নারাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পুলক বাবুর কুকীর্তি শুরু বৃদ্ধপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। এবার আবার সাতগাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পুলকবাবুর বিরুদ্ধে এবার কি ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন সেটাই এখন দেখার।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

১২০ লিটার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা - সোমবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ কেতুগ্রাম থানার পুলিশ ৬ নং রাজ্য সড়কের ওপর পাঁচুন্দী মোড়ের কাছে নাকা তল্লাশির সময় একটি সন্দেহজনক গাড়িকে আটক করে। এবং ওই গাড়ি তল্লাশি করে ১২০ লিটার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ (ফেনসিডিল)বাজেয়াপ্ত করে।সেই সঙ্গে চিন্ময় সরকার ও মফিজুল মন্ডল নামে মুর্শিদাবাদের দুজন ব্যক্তিকে আটক করে । প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে ধৃতরা বেনারস থেকে মুর্শিদাবাদে অবৈধ ভাবে কাফ সিরাপ নিয়ে আসছিল পাচার করার জন্য। ধৃতদের বিরুদ্ধে কেতুগ্রাম থানায় মাদকদ্রব্য চোরাচালান বিরোধী বিশেষ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।ধৃতদের মঙ্গলবার বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়।

রাস্তায় হঠাৎ খারাপ বাস,পুলিশের গাড়িতে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাল পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা- মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি থানার অন্তর্গত বন সুজাপুর রেল গেটের কাছে একটি বাস হঠাৎই খারাপ হয়ে যায়,যার মধ্যে ছিল ৩২ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।বাস বিকল হয়ে যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা বাস থেকে নেমে হাঁটা শুরু করে পরীক্ষা কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে।এই খবর পাওয়া

মাত্রই ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছান গলসি থানার ওসি সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।পুলিশের উদ্যোগে ওই ৩২ জন পরীক্ষার্থীকে থানার ৫ টি গাড়ি করে তাদের নিজ নিজ পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়।প্রত্যেক পরীক্ষার্থী সঠিক সময়ের সুস্থভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়।পুলিশের এহেন ভূমিকায় খুশি পরীক্ষার্থীরা।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পেন দিয়ে শুভেচ্ছা জানাল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা।চলতি বছরে বাঁকুড়া জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৮ হাজার ৪৭৬ জন। এর মধ্যে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ২১ হাজার ৯৪৫ ও ২৬ হাজার ৫৩১ জন।সাঁওতালী মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ(রাজ্য) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৬৫ জন। এবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের তরফে ১১৫ টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।ব্যাগ ও ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।আকুই ইউনিয়ন হাইস্কুলে আগত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সোমবার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি করে কলম দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় ।

ভোতড়-ভাস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
ঠিকানা: গ্রাম+পোঃ- ভাস্তাড়া , জেলা- হুগলী
নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No)- ৯৮ H.G., তারিখ :১২/০৪/১৯৭৭

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী জেলা তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং. ৯৯৫ তারিখ ২৭/০৮/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী শ্রী চঞ্চল রায় সমবায় পরিদর্শক ধনিয়াখালী ব্লক তথা সহকারি রিটার্নিং অফিসার ভোতড়-ভাস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণ কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারন সভার পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষে অত্র (অর্থাৎ ১১-০২-২০২৫ এর) বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/সংশোধন বিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমান তথ্যাদি সহ আবেদনকারি নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorized) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজী ১৩/০২/২০২৫ তারিখ হতে ২১/০২/২০২৫ তারিখের মধ্যে ভোতড়-ভাস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১ ঘটিকা হইতে বৈকাল ৩ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজী ২৪/০২/২০২৫ তারিখ সকাল ১১ ঘটিকা থেকে দুপুর ১ ঘটিকার মধ্যে সহকারি রিটার্নিং অফিসার, ভোতড়-ভাস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে নির্ধারিত দিনে অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে এবং সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজী ২৫/০২/২০২৫ তারিখ বৈকাল ২ ঘটিকায় সমিতির অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে। কোন সদস্য/ভোটার/প্রার্থী নির্বাচনের যেকোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ ১১/০২/২০২৫

চঞ্চল রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ভোতড়-ভাস্তাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

অগ্রগামী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম+পো:- দশঘরা,থানা:-ধনিয়াখালী,জেলা:-হুগলী,পিন:-৭১২৪০২
রেজিঃনং:-৬৬ এইচ জিঃ তাঃ-১৭১১১৯৭৭

পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপ্তি

এতদ্বারা অগ্রগামী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যা গনকে জানানো যাইতেছে যে সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন আগামী ৮ই মার্চ ২০২৫(শনিবার) সমিতির অফিস গৃহে বেলা ১১টা থেকে ৩টা৩০মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন সংক্রান্ত বিশদ বিজ্ঞাপ্তি সহ অন্যান্য বিষয় সমূহ সমিতির কার্যালয়ে সদস্যদের অবগতির জন্য প্রদর্শিত রয়েছে। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
এই সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যা গনকে এই নির্বাচনে অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

চুঁচুড়া
৬ই ফেব্রুয়ারী ২০২৫

সন্দীপ সেন
(সহকারী রিটার্নিং অফিসার)

মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হল রথযাত্রা উৎসব।

হুগলির ত্রিবেনী সঙ্গমে কুম্ভ মেলা ! গঙ্গায় পূন্যস্নানের জন্য হাজির হাজার হাজার মানুষ।প্রায় সাতশ বছর আগে হুগলির ত্রিবেনীতে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমে কুম্ভ বসত বলে জনশ্রুতি।গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তি শেষে ফেরার পথে সাধু সন্ন্যাসীরা পায়ে হেঁটে ত্রিবেনী সঙ্গমে মিলিত হতেন মাঘি পূর্নিমায়।সেখানে একদিনের কুম্ভ হত, যাকে অনুকুম্ভ বলা হয়।ত্রিবেনী সঙ্গমে বুধবার মাঘী পূর্ণিমায় গঙ্গা স্নানের জন্য বহু মানুষ সমবেত হন।

একনজরে

(প্রথম পাতার পর)

বর্ধমান সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের ঢুকতে দেওয়া হলেও জামালপুরের চকদীঘি সহ বেশ কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রে স্বচ্ছ জলের বোতল নিয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি পরীক্ষার্থীদের,অভিযোগ।

● অ্যাডমিট কার্ড ভুলে হাজির পরীক্ষা কেন্দ্রে ! বীরভূম জেলা পুলিশের তৎপরতায় হাতে পেল অ্যাডমিট। পুলিশের বাইক চেপে বাড়ি থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে এসে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।বীরভূমের মহম্মদ বাজার থানা এলাকার ঘটনা।

● ''আপনাকে জেলে যেতেই হবে'', আর জি কর কান্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে তীব্র হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

● দিল্লিতে সাফ আপ। পদ্ম ঝড়ে উড়ে গেল আপের ঝাড়ু। শূন্য পেয়ে হ্যাটট্রিক করল কংগ্রেস। ২৭ বছর পর দিল্লিতে ফুটল পদ্ম। প্রবল উচ্ছ্বাস গেরুয়া শিবিরে।

● নারায়ণপুর থেকে মথুরাপুর পর্যন্ত রাস্তার ধারে নেই কোনো আলোর ব্যবস্থা।সন্ধ্যা হলেই নেমে আসে ঘন অন্ধকার।প্রায় দু'কিলোমিটার ফাঁকা অন্ধকার রাস্তা দিয়ে গা ছমছম পরিবেশে যাতায়াত করতে হয় মানুষজনকে।অবিলম্বে রাস্তার ধারে আলোর ব্যবস্থা করুক প্রশাসন,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

ক্লাস চলাকালীন মিড ডে মিলের রান্নার গ্যাস থেকে বিদ্যালয়ে আগুন,আতঙ্কিত খুদে পড়ুয়ারা

নিজস্ব সংবাদদাতা - ক্লাস চলাকালীন মিড ডে মিল রান্নার সময় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে হঠাৎ আগুন লেগে যায় বিদ্যালয়ে।ঘটনাটি ঘটে নদিয়া জেলার নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত ঢালির চড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অন্যান্য দিনের মতো বুধবার বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালীন সময়ে চলছিল মিড ডে মিলের রান্নাবান্নার কাজ। রান্নার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল গ্যাস সিলিন্ডার। আর তা থেকেই আগুন লেগে যায় বিদ্যালয়ে। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। আতঙ্কে পড়ুয়ারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। ভয়ে রীতিমতো হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয় ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্র-ছাত্রীদের চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এলাকাবাসীরা। তড়িঘড়ি জল ও বালি দিয়ে কোনো রকমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তড়িঘড়ি কয়েকটি মই জোগাড় করে স্কুলের দোতালায় আটকে পড়া বাচ্চাদের নামিয়ে নিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল রান্নার জন্য নির্দিষ্ট আলাদা একটি ঘর আছে কিন্তু সেই ঘরের অবস্থা এতটাই খারাপ যে যেকোন বিপদ ঘটতে পারে। রান্নাঘরের হাল বেহাল হওয়ায় বিদ্যালয়ের সিঁড়ির নিচেই চলত মিড ডে মিলের রান্নাবান্না।এদিন সেখান থেকেই ঘটে যায় বিপত্তি। অনেক বড় বিপদে হাত থেকে এদিন রক্ষা পেল বিদ্যালয়ের প্রায় দু'আড়াইশো পড়ুয়া। অবিলম্বে মিড ডে মিল রান্নার স্থান পরিবর্তন করতে হবে এই দাবি তুলে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী।পরে নবদ্বীপ থানার পুলিশ এসে পৌঁছায় ঘটনাস্থলে।পুলিশ এসে গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখেন।

নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা - নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের বিরুদ্ধে কালনার বিভিন্ন বাজারে কালনা পৌরসভা ও কালনা থানার যৌথ অভিযান।মঙ্গলবার বেলা ১২টা নাগাদ কালনার চক বাজার এলাকায় অভিযান চালান তারা।পরবর্তী সময়ে কালনার আরো বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালিয়ে সব মিলিয়ে প্রায় দু'কুইন্টাল নিষিদ্ধ প্লাস্টিক বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষ।একই সাথে ১৮ জনকে ফাইন করা হয়। যাদের মধ্যে ১৬ জন দোকানদারকে ৫০০ টাকা করে এবং দুজন কাস্টমারকে ৫০ টাকা করে ফাইন করা হয় বলে জানা গেছে।

বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সহ ৩ জনকে আটক করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - আবারও বড়সড় সাফল্য পেল বীরভূম জেলা পুলিশ।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে রামপুরহাট থানার মনসুবা মোড় এলাকা থেকে ১৬০০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বোঝাই একটি ১৬ চাকা লরি আটক করল পুলিশ।লরিতে ছিল ৫০ কেজি প্যাকেটের ৩২০ বস্তা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বোঝাই লরিটি অবৈধভাবে নিয়ে আসা হয়েছিল রামপুরহাট থানা এলাকায় খালি করার জন্য। অবৈধভাবে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট নিয়ে আসার অভিযোগে লরির চালক, খালাসি সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com